BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040019

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় 'মজারু' বই : শেখার জগতে আনন্দের রংধনু

Rintu Karmakar

CTET 2022 qualified & WBTET 2022 qualified, Bankura, west Bengal
Email: karmakarrintu15@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract) :

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর শিক্ষাজীবনের প্রথম ধাপ, যেখানে শেখার মূল শক্তি হল আনন্দ, কৌতূহল ও সৃজনশীল অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষায় 2016 সালে চালু হয় "মজারু" বই, যা পশ্চিমবঙ্গ সিলেবাস বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এবং NCF 2005 ও RTE 2009-এর দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে তৈরি। এটি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যবই নয়; বরং চিত্রভিত্তিক কর্মপত্র, যেখানে শিশুরা ছবি দেখে নিজস্ব গল্প তৈরি করে, প্রশ্ন করে, পর্যবেক্ষণ করে এবং শেখার আনন্দ অনুভব করে। বইটির কার্যক্রম শিশুকে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলে এবং শিক্ষক সহায়ককারী হিসেবে কাজ করেন।

এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে- কীভাবে মজারু বই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর ভাষা, সামাজিকতা, সৃজনশীলতা, জ্ঞান এবং প্রক্ষোভিক বিকাশকে সমর্থন করে।

কোনো কিছু শেখা মানে কেবল পড়া বা মনে রাখার বিষয় নয়; এটি হতে পারে একটি ছোট্ট আবিষ্কারের জগৎ, যেখানে শিশুরা খোঁজে, খেলে, কল্পনা করে এবং প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ খুঁজে পায়। প্রতিটি ছবি, গল্প ও কার্যক্রম তাদের শেখাকে জীবন্ত করে তোলে এবং কৌতূহলকে জাগিয়ে দেয়।

মূল শব্দ: *মজারু বই, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা, চিত্রভিত্তিক শেখা, আনন্দমুখী শিখন, শিশুবিকাশ।*

১. ভূমিকা (Introduction) :

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর প্রথম শিক্ষাজীবন, যেখানে শেখার আনন্দ, কৌতূহল এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও কল্পনাশক্তি গড়ে তোলে। শিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক নয়; এটি হওয়া উচিত অভিজ্ঞতামূলক ও আনন্দময়, যেখানে শিশু নিজেই শেখার অংশীদার।

পশ্চিমবঙ্গ সিলেবাস বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে 2016 সালে চালু হয় "মজারু" বই, যা NCF 2005 ও RTE 2009-এর নির্দেশনার আলোকে তৈরি। বইটি আকর্ষনীয় চিত্রভিত্তিক ও কার্যক্রম-নির্ভর।শিশুরা ছবি দেখে গল্প বানায়, পর্যবেক্ষণ করে, প্রশ্ন

তোলে এবং নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। শিক্ষকেরা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন, যাতে শেখা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও সহযোগী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "শিক্ষা যেন শিশুর অন্তরের উৎস থেকে বেরিয়ে আসে, বাহ্যিক চাপ দিয়ে তা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়।"

এই দর্শনের প্রতিফলনই "মজারু" বইয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

২. মজারু বইয়ের আনন্দময় জগৎ :

"মজারু" বইটি হল একটি ছোট্ট বিশ্বের খোলা জানালা, যেখানে শিশুদের কৌতূহল, কল্পনা এবং শেখার আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠে। বইটির প্রতিটি পাতা যেন শিশুকে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে আমন্ত্রণ জানায়।

শিশুরা ছবি দেখে গল্প বানায়, তাদের নিজের ভাষায় চরিত্রগুলোকে বর্ণনা করে এবং কখনও কখনও ছোট নাট্যাভিনয় করে পুরো দৃশ্যকে জীবন্ত করে তোলে। যেমন:

বইটিতে একটি পৃষ্ঠায় পুকুরের দৃশ্য দেওয়া আছে। শিশুরা যখন তা দেখে, তারা ভাবে—এই পুকুরে কি মাছ আছে ?, ওই গাছে কোন পাখি বসে আছে?, আমি যদি পুকুরে লাফ দিই তাহলে কী হবে?— এইসব ভাবনার মাধ্যমেই শিশুদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে।

বইটির অপর একটি পৃষ্টায় রয়েছে ছোট একটি বাজারের ছবি।যার মাধ্যমে তারা ফল, সবজি গুনতে শিখবে, নানা রঙ চিনবে, বিক্রেতা ও ক্রেতার সংলাপ অনুকরণ করতে পারবে। এটি সামাজিক ও ভাষাগত বিকাশে ভূমিকা রাখে।

অর্থাৎ, শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে শেখার আনন্দ অনুভব করে, এবং একই সঙ্গে সংখ্যা, আকার, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কার্যক্রম চাপমুক্ত এবং আনন্দময় হয়,ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষকেরা শিশুদের পথপ্রদর্শক, কিন্তু শেখার মূল আনন্দ আসে শিশুর নিজস্ব কল্পনা ও উদ্ভাবন থেকে।

সংক্ষেপে বললে, মজারু বই শিশুকে শেখার আনন্দের সঙ্গে অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং মজার এক জীবন্ত পৃথিবীতে নিয়ে যায়। এটি একটি জায়গা যেখানে শেখা মানেই খেলা, গল্প এবং আবিষ্কার।

৩. মজারু বইটি কি সত্যিই মজার ?

"মজারু" বইটির নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে "মজা", কিন্তু কীভাবে শিশুরা এটি মজার মনে করে তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বইটি রঙিন চিত্রভিত্তিক, তাই শিশুদের শেখার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কল্পনা থাকে। প্রতিটি ছবি শিশুর কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে। যেমন:-

একটি শ্রেণিকক্ষের বাস্তব দৃশ্য ধরা যাক -

একজন শিক্ষক "জঙ্গলের দৃশ্য" পাতা খুললেন। শিশুরা প্রথমে নীরব, তারপর একে একে বলে উঠল—ওইটা বাঘ!, ওখানে বানর!, পাখি কোথায় উড়ছে দেখো!

কেউ কেউ আবার নিজের বানানো গল্প বলতে শুরু করল—"বাঘটা একদিন জঙ্গলে হারিয়ে গেল, তখন বানররা..."— এই মুহূর্তে শেখা যেন গল্পের এক নাট্যমঞ্চে পরিণত হল।

এভাবে শিশুরা শেখার প্রতি আগ্রহী হয় এবং ছবি ও গল্পের মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ করে। এরফলে তাদের মুখে হাসি দেখা যায় এবং চোখে আগ্রহের দীপ্তি ফুটে ওঠে। বাচ্চাদের শেখা চাপমুক্ত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে—ফলে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এমনকি শিক্ষকরা মনে করেন, অনেক শিশু এখন পাঠের বাইরে নিজেও গল্প বা খেলা উদ্ভাবন করে, যা প্রমাণ করে বইটি কেবল শেখায় না, সত্যিই মজা দেয়।

এভাবে 'মজারু' বই শিশুর শেখাকে এক আনন্দময় যাত্রায় পরিণত করে, যেখানে শেখা আর খেলা একসাথে মিশে একটি চিত্ররূপময় জীবন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

৪. শ্রেণিকক্ষে মজারুর জাদু :

শ্রেণিকক্ষে "মজারু" বই যেন এক জাদুর চাবি খুলে দিয়েছে। শিশুরা এখন কেবল ছবি দেখে গল্প বলে না, তারা তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা প্রকাশও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

খেলার মাঠের দৃশ্য দেখে শিশুরা ভাবে—"আমরা এখানে দৌড়াবো", "কে বল ধরবে?"—এভাবে তারা কল্পনায় শ্রেণিকক্ষটিকে মাঠে পরিণত করে।

বাজারের ছবি দেখে কেউ বিক্রেতা, কেউ ক্রেতা সেজে নাট্যাভিনয় করে, দামাদামি করে, ফলে শেখা আরও বাস্তবধর্মী হয়।

গ্রামের পুকুর বা বাগানের ছবি দেখে শিশুরা সংখ্যা গুনে, রঙ চেনে, প্রাণী চেনে—এভাবে বিজ্ঞান, গণিত ও সামাজিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটে।

দৈনন্দিন জীবন বা কাজের ছবি দেখে শিশুরা গল্প বা নাটক তৈরি করে—যেমন, বন্ধুদের সঙ্গে খেলার দৃশ্য অভিনয় করা।

এ ধরনের কার্যক্রম শিশুর শেখাকে শুধুই শিক্ষামূলক নয়, বরং এক আনন্দময় যাত্রায় পরিণত করে, যেখানে খেলা ও কল্পনা মিলেমিশে শেখাকে জীবন্ত করে তোলে। শিশুরা আগ্রহী হয়, সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং শেখার প্রতি তাদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে -- "শিক্ষা শুধু জ্ঞান দেওয়া নয়, শিশুদের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করা।" - এই ধরনের কার্যক্রম শিশুদের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করে।

৫. শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে মজারু বইটির অবদান :

"মজারু" বই শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দিককে সমর্থন করে। যেমন :

৫.১) ভাষাগত বিকাশে ভূমিকা :

রঙ্গিন চিত্রে বর্ণিত ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনার মাধ্যমে শিশুদের শব্দভাণ্ডার ও মৌখিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫.২) সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে ভূমিকা :

বইটিতে দৃশ্যমান নৈতিক গল্প শিশুদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সামাজিক বোধ ও নৈতিকতা গুণের বিকাশ ঘটায়।

৫.৩) সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা :

চিত্রাঙ্কন, নাট্যাভিনয় ও গল্প শিশুদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৫.৪) জ্ঞানের বিকাশে ভূমিকা :

সংখ্যা, আকার, ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের বিশ্লেষণ ও যুক্তি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫.৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভূমিকা :

আনন্দময় ছবি ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

-দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিশুর শিক্ষা কেবল জ্ঞান দেওয়া নয়, তার মন ও আত্মাকে আলোকিত করা।" "মজারু" বই ঠিক এভাবেই শিশুর সব দিকের বিকাশে আলো ছড়ায়।

৬. ত্রিমুখী তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে মজারু বই :

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় "মজারু" বইতে শিশুর শেখাকে ত্রিমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়—যেখানে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ, সামাজিক সহযোগিতা এবং সৃজনশীল পরিবেশ একসাথে মিলিত হয়ে শেখাকে আনন্দময় করে তোলে।

৬.১) সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কল্পনার মাধ্যমে শেখা :

শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞান তৈরি করে। মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ জাঁ পিয়াঁজের শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, শিশুরা নিজে করে শিখলে শেখার প্রক্রিয়া সবচেয়ে কার্যকর হয়।

"মজারু" বইতে নদীর ছবি দেখেই শিশুরা গল্প বানায়, চরিত্র কল্পনা করে এবং প্রশ্ন তোলে- যেমন

"এখানে কোন মাছ থাকতে পারে?" বা "পাখিগুলো কোথায় বাস করছে ?"। তারা কল্পনা, খেলা ও গল্পের মাধ্যমে নিজেই শেখার অংশীদার হয়ে ওঠে। এটি পিয়াঁজের সক্রিয় শেখার ধারণার স্পষ্ট উদাহরণ।

৬.২) সামাজিক সহযোগিতা ও কথোপকথনের মাধ্যমে শেখা :

মনোবিদ লেভ ভাইগটস্কি বলেছেন, শেখা সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়। শিশু বড়দের বা সহপাঠীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে নতুন ধারণা শিখতে পারে।

"মজারু" বইতে শিশুরা দলবদ্ধভাবে গল্প তৈরি করে বা নাট্যাভিনয় করে। বাজার বা খেলার মাঠের ছবি দেখে তারা একে অপরের কথোপকথন শোনে এবং নিজেদের গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করে। শিক্ষকের হালকা নির্দেশনা—যেমন, "এই পাখিটা কি করছে?"

— যা শিশুকে নিজের সীমার বাইরে চিন্তা করতে সাহায্য করে। এটি ভাইগটস্কির ZPD বা সাহায্যপ্রাপ্ত শেখার ধারণার বাস্তবায়ন।

৬.৩) মুক্ত, আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশে শেখা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন, শিশুদের শেখার পরিবেশ মুক্ত, আনন্দময় ও সৃজনশীল হওয়া উচিত। "মজারু" বইতে শিশুরা ফুল, পশু-পাখি বা বাগানের ছবি দেখে গল্প বানায়, নাট্যাভিনয় করে এবং নতুন শব্দ শিখে ভাষা সমৃদ্ধ করে। এই কার্যক্রম তাদের কল্পনা ও সৃজনশীলতা বাড়ায় এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। এটি রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এইভাবে "মজারু" বইতে এই তিন শিক্ষাতত্ত্বের জাদু মিলেমিশে শিশুর শেখার অভিজ্ঞতাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

৭. মজারু বই উপস্থাপনে শিক্ষকের ভূমিকা :

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় "মজারু" বই শিশুকে শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য নয়, বরং শেখার আনন্দ, কৌতূহল ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য পরিচালিত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই বইটি শিশুকে চিত্র, গল্প এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শেখার সুযোগ দেয়, কিন্তু শিক্ষকের ভূমিকা এখানেও অপরিহার্য। শিক্ষক শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহকারী নয়; বরং তারা শিশুদের শেখার সহায়ক, নির্দেশক এবং প্রেরক। যখন শিশুরা নদী, বাজার বা খেলার মাঠের ছবি দেখে গল্প তৈরি করে বা নাট্যাভিনয় করে, তখন শিক্ষক শিশুকে প্রশ্ন করে, উৎসাহ দেয় এবং নির্দেশিকা প্রদান করে—যা শিশুর চিন্তাশক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তি বিকাশে সহায়ক হয়। শিক্ষকের হালকা হস্তক্ষেপ শিশুকে স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে সাহায্য করে, যা শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

শিক্ষকরা শিশুদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা ও সহযোগিতার অনুভূতিও গড়ে তোলেন। দলবদ্ধভাবে কার্যক্রম করার সময় শিশুরা একে অপরের সঙ্গে কথোপকথন করে, মতবিনিময় করে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষক শিশুরা যখন নিজেদের সীমার বাইরে চিন্তা করতে শিখে তখন তারা শিক্ষকের নির্দেশনা এবং সহায়তা গ্রহণ করে, যা ভাইগটস্কির ZPD (Zone of Proximal Development) তত্ত্বের বাস্তবায়ন। এছাড়া শিক্ষক শিশুদের আবিষ্কারপ্রিয়তা এবং কল্পনাশক্তিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেন, যাতে তারা শিক্ষাকে আনন্দময় এবং অর্থবহভাবে গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার আরেকটি দিক হল শিশু-কেন্দ্রিক পরিবেশ গঠন করা। শিক্ষক নিশ্চিত করেন যাতে শ্রেণিকক্ষ চাপমুক্ত, সৃজনশীল এবং অনুপ্রেরণামূলক হয়। শিশু যখন খেলার মাধ্যমে শেখে, গল্প বলে বা চিত্র আঁকে, তখন শিক্ষকের সহায়ক উপস্থিতি শিশুদের শেখাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। এটি প্রমাণ করে যে "মজারু" বই শুধুমাত্র শিশুকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষকের সক্রিয় সমর্থন ও নির্দেশনার সঙ্গে আরও কার্যকর হয়।

৮. ভবিষ্যৎ জীবনে মজারু বইটির উপযোগিতা :

শিশুর প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে "মজারু" বই কেবল শিক্ষাগত মান উন্নয়ন করে না, বরং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও শিক্ষাকে প্রস্তুত করে। বইটি শিশুর কল্পনা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ায়, যা পরবর্তীতে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং দলবদ্ধ কাজের দক্ষতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা যখন গল্প ও

নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুশীলন করে, তখন তারা বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করে।

"মজারু" বই শিশুকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখায়, যা ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে তাদের সচেতন, সহমর্মী এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল করে তোলে। শিশুদের দলবদ্ধ কার্যক্রম, বাজার বা খেলার মাঠের চিত্রাভ্যাস ভবিষ্যতে তাদের সহযোগিতা, নেতৃত্ব এবং সৃজনশীল সমাধান গ্রহণের ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক। এছাড়াও, বইটি শিশুদের কৌতূহল ও অনুসন্ধানী মনোভাব বাড়ায়, যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতায় তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা যখন জটিল সমস্যা সমাধান বা নতুন ধারণা উদ্ভাবনের মুখোমুখি হবে, তখন প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে "মজারু" বইয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সৃজনশীলতা, কৌতূহল ও স্বতঃস্ফূর্ত শেখার অভ্যাস তাদের সফলতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষা কেবল জ্ঞান প্রদান নয়, বরং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুকে উদ্ভাবনী, আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্বশীল করে তোলার মাধ্যম। সুতরাং, "মজারু" বই শুধুমাত্র প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার একটি কার্যকর হাতিয়ার নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, যা শিশুর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

৯. মজারু বইতে শিশুদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল আবিষ্কার :

"মজারু" বই শুধুই পাঠ্যপুস্তক নয়, এটি শিশুর অভ্যন্তরীণ কল্পনা ও আবিষ্কারের জগৎ। প্রতিটি পৃষ্ঠা শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, তত্ত্বীয় চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল সমাধান উদ্ভাবনের সুযোগ দেয়। চিত্রভিত্তিক দৃশ্য এবং সংলাপ শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, নতুন ধারণা তৈরি করে। বইটি সামাজিক সংলাপ, কল্পিত রোল-প্লে এবং আত্মপ্রকাশকে উৎসাহিত করে। শিশু কেবল তথ্য শিখে না, বরং শেখার প্রতিটি মুহূর্তে আবিষ্কার ও কৌতূহলের আনন্দ অনুভব করে। "মজারু" বই শিশুর মনকে অন্বেষণমুখী, উদ্ভাবনী এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে।

১০. উপসংহার (Conclusion) :

"মজারু" বই প্রমাণ করেছে, কোনো কিছু শেখা কেবল মুখস্থ নয় বরং এটি হতে পারে আনন্দময়, অংশগ্রহণমূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক। শিশুরা ছবি, গল্প ও খেলাধুলার মাধ্যমে শেখার আনন্দ আবিষ্কার করে, কল্পনা ও চিন্তাকে জীবন্ত করে তোলে। বইটির প্রতিটি পাতা যেন একটি ছোট্ট বিশ্ব, যেখানে শেখা ও খেলা একসাথে ফুটে ওঠে এবং শিশু শিখতে শিখতে নিজেই হয়ে ওঠে নিজের গল্পের নায়ক।

এপ্রসঙ্গে মনোবিদ রুশো বলেছিলেন, "শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহই হলো শেখার সবচেয়ে বড় শিক্ষক।" - "মজারু" বই ঠিক এভাবেই শিশুর কৌতূহলকে উজ্জ্বল করে, সৃজনশীলতাকে উড়তে দেয় এবং শেখাকে আনন্দময় করে তোলে।

তথ্যসূত্র (References):

1. Government of India. (2005). National Curriculum Framework (NCF 2005). New Delhi: NCERT. NCF 2005-এ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতামূলক ও আনন্দমুখী শিক্ষার দিকনির্দেশনা রয়েছে।

2. Government of India. (2009). Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE 2009). Ministry of Education, New Delhi. শিশুদের শিক্ষার অধিকার, শিক্ষার মান এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার জন্য আইনি কাঠামো প্রদান করে।

3. West Bengal Syllabus Expert Committee. (2011). মজারু বই প্রবর্তন নথি. Kolkata: Education Department, Government of West Bengal. পশ্চিমবঙ্গ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় "মজারু" বইয়ের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগের নির্দেশিকা।

4. Piaget, J. (1977). The Development of Thought: Equilibration of Cognitive Structures. New York: Viking Press. শিশুর সক্রিয় শেখার ধারণা, কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ থেকে জ্ঞান নির্মাণের তত্ত্ব।

5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. সামাজিক সহযোগিতা ও Zone of Proximal Development (ZPD) সম্পর্কিত তত্ত্ব।

6. Chakraborty, S. (2015). Early Childhood Education in West Bengal: Policies and Practices. Kolkata: Academic Press. প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বাস্তবায়ন, মজারু বইয়ের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা।

7. Tagore, R. (1991). Shiksha o Shilpa: Selected Writings on Education. Kolkata: Visva-Bharati Publications. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন, মুক্ত, আনন্দময় ও সৃজনশীল শিক্ষার তত্ত্ব।

Citation: Karmakar. R., (2025) "প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় 'মজারু' বই : শেখার জগতে আনন্দের রংধনু", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.